ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সুশাসিত, বৈষম্যহীন ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশের অঙ্গীকার

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ইশতেহার প্রণয়নে টিআইবির সুপারিশ

ঢাকা
৭ ডিসেম্বর ২০২৫

সুশাসিত, বৈষম্যহীন ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশের অঙ্গীকার: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ইশতেহার প্রণয়নে টিআইবির সুপারিশ

উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান, *নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*
ড. সুমাইয়া খায়ের, *উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*

তত্ত্বাবধান

মুহাম্মদ বদিউজ্জামান, *পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*

সুপারিশমালা প্রণয়ন

মো. জুলকারনাইন, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি
কাওসার আহমেদ, রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি

বিশেষ সহায়তা

কাজী আমিনুল হাসান, রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট-কোয়ালিটেটিভ, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি
নেওয়াজুল মওলা, সমন্বয়ক, অ্যানার্জি গভর্নেন্স প্রকল্প, টিআইবি

কৃতজ্ঞতা

এই সুপারিশমালা প্রণয়ন করতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা এবং পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে এই কার্যক্রমকে পরিমার্জিত এবং সমৃদ্ধ করার জন্য টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, ও ড. সুমাইয়া খায়ের, উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই কার্যক্রমের সামগ্রিক মানোন্নয়নে গঠনমূলক মতামত প্রদানের জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই টিআইবির আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলামকে। এই কার্যক্রম তত্ত্বাবধান এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং নির্দেশিকা প্রদান করার জন্য গবেষণা ও নীতি বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামানকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। পরিশেষে, আমাদের এই কার্যক্রমে সহায়তার জন্য গবেষণা ও নীতি বিভাগের সহকর্মীদের প্রতি জানাই কৃতজ্ঞতা।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (৪র্থ ও ৫ম তলা)

বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯

ফোন: ৪১০২১২৬৭-৭০ ফ্যাক্স: ৪১০২১২৭২

ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সূচীপত্র

মুখবন্ধ i

প্রেক্ষাপট ১

সুপারিশমালা প্রণয়নে অনুসৃত প্রক্রিয়া ২

নির্বাচনী অঙ্গীকারে মৌলিক কৌশলগত প্রত্যয় ও পথরেখার উপাদান ২

টিআইবির সুপারিশমালা ২

রাষ্ট্র সংস্কার ও রাজনৈতিক বন্দোবস্তের মাধ্যমে ‘নতুন বাংলাদেশ’ বিনির্মাণের অঙ্গীকার ২

মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার ও জুলাই অভ্যুত্থানে হতাহতদের স্বীকৃতি ও ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকার ৩

অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধের অঙ্গীকার ৩

রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমে গণতন্ত্র, সুশাসন ও শুদ্ধাচার চর্চার অঙ্গীকার ৪

স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, জনবান্ধব উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের অঙ্গীকার ৪

সম-অধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত অঙ্গীকার ৪

সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কিত অঙ্গীকার ৫

শিক্ষা খাত সংস্কারের অঙ্গীকার ৫

স্বাস্থ্য খাত সংস্কারের অঙ্গীকার ৫

কৃষিখাত সম্পর্কিত অঙ্গীকার ৬

বেসরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতে সুশাসন সংক্রান্ত অঙ্গীকার ৬

ব্যাংক ও আর্থিক খাত সংস্কার ৬

বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাত সম্পর্কিত অঙ্গীকার ৭

পরিবেশ, জলবায়ু ঝুঁকি, ন্যায়সঙ্গত জলবায়ু কার্যক্রম ও জলবায়ু তহবিল সুশাসন সংক্রান্ত অঙ্গীকার ৭

মুখবন্ধ

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহে সংঘটিত জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নজিরবিহীন সহিংসতা, রক্তপাত ও ত্যাগের বিনিময়ে ৫ আগস্ট ২০২৪-এ কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন ঘটে। নজিরবিহীন আত্মত্যাগের বিনিময়ে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল অর্জন, যা রাষ্ট্র সংস্কার ও রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্তের মাধ্যমে 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার অভূতপূর্ব সুযোগ তৈরি করেছে। এই গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার মূল প্রত্যাশা ছিল একটি বৈষম্যহীন, সম-অধিকারভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার উপযোগী রাষ্ট্রকাঠামো এবং নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্ত নিশ্চিত করা, যার মূল অভীষ্ট জনপ্রতিনিধিত্ব, সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও চর্চায় আমূল পরিবর্তন যেখানে জনগণের রায় ও অর্পিত ক্ষমতায় এবং জনগণের কাছে কার্যকর জবাবদিহির মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। রাষ্ট্র সংস্কারের মাধ্যমে সুশাসন, গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং কর্তৃত্ববাদী ও ফ্যাসিবাদী শাসনের পুনরাবৃত্তি রোধে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, বিচার বিভাগ, পুলিশ প্রশাসন, দুর্নীতি দমন ব্যবস্থা, স্থানীয় সরকার, গণমাধ্যম, নারী, স্বাস্থ্য ও শ্রম বিষয়ক মোট ১১টি সংস্কার কমিশন গঠন করে। এর মধ্যে প্রথম ৬টি কমিশনের সুপারিশ বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করা হয় এবং যার পরিক্রমায় রাজনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ চূড়ান্ত করা হয়। ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় অংশগ্রহণকারী প্রায় সকল রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ সম্মিলিতভাবে উক্ত সনদে স্বাক্ষরের মাধ্যমে তা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করে। তবে জুলাই সনদ বাস্তবায়নে বহুমুখী চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি বিদ্যমান রয়েছে। কিছু কিছু সংস্কার প্রশ্নে এবং জুলাই সনদ বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিয়ে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের বৈপরিত্যমূলক অনড় অবস্থান এই রাষ্ট্র সংস্কারের চলমান প্রক্রিয়া ও নির্বাচন পরবর্তী সময়ে তা অব্যাহত রাখা নিয়ে জনমনে সংশয় তৈরি হয়েছে।

রাজনৈতিক দলের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যতীত গণতন্ত্র, সুশাসন ও শুদ্ধাচার ব্যবস্থার সংস্কার সুপারিশ বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি ধরে রাখা সম্ভব নয়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো সুদৃঢ় করা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও কার্যকর দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা পালনের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে নিয়মিত গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। যার অংশ হিসেবে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সুশাসিত, বৈষম্যহীন ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশের গড়ার অঙ্গীকারসমূহ রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত ও নতুন সরকার গঠনের পর এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য টিআইবির এই সুপারিশমালা প্রস্তাব করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ধারাবহিক গবেষণা, পর্যবেক্ষণ, ও বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে টিআইবি ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী অঙ্গীকারের মৌলিক কৌশলগত প্রত্যয় ও পথরেখার উপাদান হিসেবে প্রস্তাব করেছে:

- রাষ্ট্র পরিচালনায় সাম্য, মানবিক মর্যাদা, ও সামাজিক ন্যায় বিচার;
- সরকার পরিচালনায় দুর্নীতি প্রতিরোধ, জবাবদিহি ও সুশাসন;
- রাজনৈতিক সক্ষমতার ভিত্তি হিসেবে অর্থ ও পেশী শক্তি এবং ধর্ম বিষয়ে অবস্থান;
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জনস্বার্থ;
- বৈষম্যহীন বাংলাদেশ বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, নারী-পুরুষসহ সকল জেন্ডার, শারীরিক-মানসিক প্রতিবন্ধীতা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জাতিগত সম-অধিকার, সম্প্রীতি ও সহঅবস্থান;
- জুলাই অভ্যুত্থানের চেতনা, অভীষ্ট ও জুলাই সনদ পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার এবং গণভোটে তার পক্ষে অবস্থান

এই সুপারিশমালায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি প্রতিরোধ, শুদ্ধাচার চর্চা ও সর্বোপরি সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই মৌলিক কৌশলগত প্রত্যয়ের আলোকে রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী অঙ্গীকার হিসেবে রাষ্ট্র সংস্কারের মাধ্যমে 'নতুন বাংলাদেশ' বিনির্মাণে জুলাই জাতীয় সনদ ও অন্যান্য সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন, মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার, জুলাই অভ্যুত্থানে হতাহতদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও ক্ষতিপূরণ, অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, জনবান্ধব উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ, সম-অধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাসহ সুনির্দিষ্ট খাতভিত্তিক কৌশলগত সুপারিশমালা দলের ইশতেহারে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করা হয়েছে।

এই সুপারিশমালা প্রণয়ন করেছেন টিআইবি'র সিনিয়র রিসার্চ ফেলো মো. জুলকারনাইন এবং রিসার্স অ্যাসোসিয়েট কাওসার আহমেদ। সুপারিশমালা প্রণয়নে বিশেষ সহায়তা করেছেন রিসার্স অ্যাসোসিয়েট কাজী আমিনুল হাসান এবং টিআইবির এনার্জি গভর্নেন্স প্রকল্পের সমন্বয়ক নেওয়াজুল মওলা, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা এই কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে কৌশলগত দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। সুপারিশমালা প্রণয়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করেছেন গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামান। সুপারিশমালা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের অন্যান্য সহকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই সুপারিশমালার আলোকে গণতন্ত্র, সুশাসন ও শুদ্ধচার প্রতিষ্ঠার মৌলিক ও অপরিহার্য অনুঘটক রাজনৈতিক দলসমূহ তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে রাজনৈতিক অঙ্গীকার প্রণয়ন ও তার যথাযথ বাস্তবায়নে অনুপ্রাণিত হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। এবিষয়ে পাঠকের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে পরবর্তী ৫৪ বছরে অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, তথ্য-প্রযুক্তি খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে, বিশেষ করে দারিদ্র বিমোচন, মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস, শিক্ষার হার বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছে। স্বাধীনতা পরর্বতীকালে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করলেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বরাবর অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা বিরাজ করেছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে অগণতান্ত্রিক শক্তির উত্থান গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং অগ্রযাত্রাকে প্রতিনিয়িত ব্যাহত করেছে। দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৯১ সালে গণতন্ত্রে উত্তরণের পথে প্রধান তিনটি রাজনৈতিক জোট কর্তৃক একটি রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়। উক্ত রূপরেখায় স্বাক্ষর করার মাধ্যমে প্রধান তিনটি রাজনৈতিক জোট অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে দেশ শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ, সার্বভৌম সংসদ গঠন, জবাবদিহিমূলক নির্বাহী বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার অঙ্গীকার করেছিলো। পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন হলেও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চার ঘাটতির ফলে বারবার গণতান্ত্রিক পথ থেকে বিচ্যুতি ও নির্বাচনকালীন সহিংসতার ঘঠনা ঘটেছে। বিশেষ করে ২০০৯-২০২৪ সালের মধ্যে বিচার বিভাগ, পুলিশ, প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশনসহ সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে দলীয়করণের মাধ্যমে অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয় এবং গণতন্ত্র, সুশাসন ও শুদ্ধাচার ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে একটি কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা হয়। এই সময়ে আইনের শাসনকে পদদলিত করার মাধ্যমে বহুমাত্রিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে এবং বিরোধী মত ও সমালোচনা দমনের নজিরবিহীন ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রকে দুর্নীতির অভয়ারণ্যে পরিণত করা হয় এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে ক্ষমতাসীনদের দায়মুক্তি ও বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের হয়রানির হাতিয়ার হিসেবে রূপান্তর করা হয়। এই সময়ে কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা চিরস্থায়ীকরণের অপপ্রয়াসের অন্যতম কারণ ছিল জবাবদিহির ঊর্ধ্বে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে বহুমাত্রিক দুর্নীতি, রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ ও অর্থপাচারসহ বহুমুখী দুর্বৃত্তায়নের বিচারহীনতা নিশ্চিত করা।

সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহে নজিরবিহীন রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ৫ আগস্ট ২০২৫-এ কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন ঘটে এবং যার পরিক্রমায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। নজিরবিহীন আত্মত্যাগের বিনিময়ে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল অর্জন, যা রাষ্ট্র সংস্কার ও নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্তের মাধ্যমে 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার অভূতপূর্ব সুযোগ তৈরি করেছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার মূল প্রত্যাশা ছিল একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, দুর্নীতিমুক্ত ও বৈষম্যহীন "নতুন বাংলাদেশ" গড়ার উপযোগী রাষ্ট্রকাঠামো ও পরিবেশ তৈরি করা। জনপ্রতিনিধিত্ব, সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও চর্চায় এমন আমূল পরিবর্তন আনা যাতে জনগণের রায় ও অর্পিত ক্ষমতায় এবং জনগণের কাছে কার্যকর জবাবদিহির মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। ছাত্র-জনতার প্রত্যাশা অনুযায়ী রাষ্ট্র সংস্কারের মাধ্যমে সুশাসন, গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং কর্তৃত্ববাদী ও ফ্যাসিবাদী শাসনের পুনরাবৃত্তি রোধে অন্তবর্তীকালীন সরকার সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, বিচার বিভাগ, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থা বিষয়ক ৬টি সংস্কার কমিশন গঠন করে। পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার, গণমাধ্যম, নারী, স্বাস্থ্য ও শ্রম বিষয়ক আরও ৫টি সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়। সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, বিচার বিভাগ, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনগুলোর প্রতিবেদনের অন্তর্ভুক্ত সুপারিশ বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠিত হয়। ঐকমত্য কমিশন জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক দল ও জোটের সাথে আলোচনাক্রমে এবং দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমে সংবিধান সংস্কারসহ অন্যান্য সংস্কারের সুপারিশ সংবলিত জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ প্রণয়ন ও চূড়ান্ত করে এবং প্রায় সকল রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ সম্মিলিতভাবে ১৭ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে উক্ত সনদে স্বাক্ষরের মাধ্যমে তা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করে। সংবিধান সংস্কার বিষয়ে জুলাই জাতীয় সনদে অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী জনগণের অনুমোদন গ্রহণের উদ্দেশ্যে গণভোট অনুষ্ঠান, সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন ও উক্ত পরিষদ কর্তৃক সংবিধান সংস্কার করার জন্য জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ জারি করা হয়। তবে কিছু কিছু সংস্কার প্রশ্নে এবং জুলাই সনদ বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিয়ে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর বৈপরিত্যমূলক অনড় অবস্থান এই রাষ্ট্র সংস্কারের চলমান প্রক্রিয়া ও নির্বাচন পরবর্তী সময়ে তা অব্যাহত রাখা নিয়ে জনমনে সংশয় তৈরি হয়েছে।

রাজনৈতিক দলের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যতীত গণতন্ত্র, সুশাসন ও শুদ্ধাচার ব্যবস্থার সংস্কার সুপারিশ বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি ধরে রাখা এবং টেকসই উন্নয়ন অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক কাঠামো সুদৃঢ় করা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও কার্যকর দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা পালনের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে নিয়মিত গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। যার অংশ হিসেবে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জুলাই আন্দোলনের চেতনা ও রাষ্ট্র সংস্কারের জনআকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সুশাসিত, বৈষম্যহীন ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশের গড়ার অঙ্গীকার রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত ও নতুন সরকার গঠনের পর এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য টিআইবি সমসাময়িক রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে এই সুপারিশমালা প্রস্তাব করছে।

সুপারিশমালা প্রণয়নে অনুসৃত প্রক্রিয়া

রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে অন্তর্ভুক্তির জন্য গণতন্ত্র এবং সুশাসন ও শুদ্ধাচার চর্চা বিষয়ক সুপারিশমালা প্রণয়নে সমসাময়িক রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে নিম্নোক্ত নথিপত্র পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে

- জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর টিআইবি'র পূর্ববর্তী গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে প্রণীত প্রতিবেদন
- ১১টি সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন, জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশ
- প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের গঠনতন্ত্র, ঘোষণাপত্র ও পূর্ববর্তী নির্বাচনী ইশতেহার
- রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন বিষয়ক টিআইবি'র পূর্ববর্তী গবেষণা ও প্রস্তাবিত সুশারিশমালা
- প্রাসঙ্গিক আইন, গণমাধ্যমের সংবাদ, প্রবন্ধ ও পুস্তক
- সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিবেদন

টিআইবির সুপারিশমালা

নির্বাচনী অঙ্গীকারে মৌলিক কৌশলগত প্রত্যয় ও পথরেখার উপাদান

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ধারাবহিক গবেষণা, পর্যবেক্ষণ, ও বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে টিআইবি ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী অঙ্গীকারের মৌলিক কৌশলগত প্রত্যয় ও পথরেখার উপাদান হিসেবে প্রস্তাব করছে:

- রাষ্ট্র পরিচালনায় সাম্য, মানবিক মর্যাদা, ও সামাজিক ন্যায় বিচার;
- সরকার পরিচালনায় দুর্নীতি প্রতিরোধ, জবাবদিহি ও সুশাসন;
- রাজনৈতিক সক্ষমতার ভিত্তি হিসেবে অর্থ ও পেশী শক্তি এবং ধর্ম বিষয়ে অবস্থান
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জনস্বার্থ;
- বৈষম্যহীন বাংলাদেশ বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, নারী-পুরুষসহ সকল জেন্ডার, শারীরিক-মানসিক প্রতিবন্ধীতা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জাতিগত সম-অধিকার, সম্প্রীতি ও সহঅবস্থান;
- জুলাই অভ্যুত্থানের চেতনা, অভীষ্ট ও জুলাই সনদ পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার এবং গণভোটে তার পক্ষে অবস্থান

রাষ্ট্র সংস্কার ও রাজনৈতিক বন্দোবস্তের মাধ্যমে 'নতুন বাংলাদেশ' বিনির্মাণের অঙ্গীকার

সকল রাজনৈতিক দলকে তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে জুলাই আন্দোলনের চেতনা ও রাষ্ট্র সংস্কারের জনআকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ একটি সময়াবদ্ধ ও জবাবদিহিমূলক প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করতে হবে-

১. জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এ অন্তর্ভুক্ত সংস্কার প্রস্তাব/সুপারিশসমূহ

২. জুলাই জাতীয় সনদের বাইরে থাকা সংবিধান সংস্কারসহ ছয়টি সংস্কার কমিশনের (সংবিধান, নির্বাচনী ব্যবস্থা, দুদক, জনপ্রশাসন, পুলিশ, বিচার বিভাগ) প্রস্তাবিত সুপারিশমালা

৩. অন্যান্য সংস্কার কমিশন তথা স্থানীয় সরকার, গণমাধ্যম, নারী, স্বাস্থ্য ও শ্রম বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ

৪. জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনের ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিংস প্রতিবেদন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটিসহ অন্যান্য কমিটি ও টাস্কফোর্সের প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ

৫. জুলাই সনদসহ অন্যান্য সংস্কার কমিশনের ওপর ভিত্তি করে যে সকল অধ্যাদেশ জারি ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো কার্যকর ও অব্যাহত রাখা; একই সাথে জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারা অধ্যাদেশসমূহ সংশোধন করা

মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার ও জুলাই অভ্যুত্থানে হতাহতদের স্বীকৃতি ও ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকার

৬. দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনার উর্ধ্বে থেকে জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও কর্তৃত্ববাদী সরকারের আমলে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ড, অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে কার্যকর উদ্যোগ ও ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকার করা

৭. জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও শহীদ পরিবারকে যথাযথ সহায়তা প্রদান এবং আহতদের চিকিৎসা ও পূনর্বাসন নিশ্চিত করা এবং চলমান রাখা

অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধের অঙ্গীকার

সফলতার সাথে অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ব্যতীত কোনো ধরনের সংস্কার উদ্যোগ কার্যকর ও টেকসই হবে না বিধায় দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবিত সুপারিশমালা গুরুত্বসহকারে বাস্তবায়নে বিশেষত নিম্নোক্ত উদ্যোগ, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের অঙ্গীকার করতে হবে-

৮. সংবিধান সংশোধন করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)-কে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা

৯. প্রয়োজনীয় আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) স্বাধীনতা, সক্ষমতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা

১০. 'দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্র' প্রণয়ন করে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিবিরোধী দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট করা

১১. জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদ (UNCAC) অনুসারে বেসরকারি খাতের ঘুষ লেনদেনকে স্বতন্ত্র অপরাধ হিসেবে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা

১২. বাংলাদেশকে রাষ্ট্রীয়ভাবে 'ওপেন গভর্নমেন্ট পার্টনারশিপ'-এর পক্ষভুক্ত হওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা

১৩. জনপ্রতিনিধিত্ব ও সরকারি কার্যক্রমে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থতা, স্বজনপ্রীতি ও অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে "স্বার্থের দ্বন্দ্ব আইন" প্রণয়ন করা

১৪. সকল পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি, প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী এবং সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সদস্য ও কর্মীদের আয় ও সম্পদ বিষয়ে জবাবদিহি নিশ্চিত করা

১৫. বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের যে কোনো রাষ্ট্রীয় চর্চা বন্ধ করা

১৬. অর্থ পাচার রোধে–

- ➢ যে সকল দেশে অর্থপাচার হয়েছে, সেই সকল দেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পরিক আইনি সহায়তা (মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স) কার্যকর করা
- ➢ অর্থ পাচার বন্ধ করতে বিএফআইইউ, এনবিআর, বাংলাদেশ ব্যাংক, অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়, সিআইডি, বাংলাদেশ পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করা
- ➢ দেশে-বিদেশে সকল আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে "দ্য কমন রিপোটিং স্ট্যান্ডার্ড (সিআরএস)"–এর মাধ্যমে আর্থিক লেনদেনের স্বয়ংক্রিয় তথ্য প্রাপ্তির সুবিধায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা
- ➢ ব্যক্তিখাতের অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে মালিকানার স্বচ্ছতা নিশ্চিতে এবং খেলাপি ঋণ ও অর্থপাচার রোধে "সুবিধাভোগী মালিকানার স্বচ্ছতা বিষয়ক আইন (বেনিফিসিয়াল ওনারশিপ ট্রান্সপারেন্সি অ্যাক্ট)" প্রণয়ন করা

১৭. দুর্নীতি প্রতিরোধে কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জনে প্রস্তাবিত দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা নির্ধারণ এবং এসকল প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও কার্যকরতা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করতে হবে। এসকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থাকবে-

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান		অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান
জাতীয় সংসদ	নির্বাহী বিভাগ	রাজনৈতিক দল
বিচার বিভাগ	মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	বেসরকারি খাত
অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়	সরকারি কর্মকমিশন	এনজিও ও নাগরিক সমাজ
স্থানীয় সরকার	আইন প্রয়োগকারী সংস্থা	গণমাধ্যম
সশস্ত্র বাহিনী	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
নির্বাচন কমিশন	তথ্য কমিশন	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান
বাংলাদেশ ব্যাংক	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	পেশাজীবী সংগঠন
অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা/দপ্তর (বিএফআইইউ, বিটিআরসি, বিএসইসি, ইত্যাদি)		

রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমে গণতন্ত্র, সুশাসন ও শুদ্ধাচার চর্চার অঙ্গীকার

১৮. রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমে বিশেষত রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার/'রাজনৈতিক অর্থায়ন আইন' প্রণয়ন করা

১৯. সকল রাজনৈতিক দলকে রাষ্ট্র সংস্কারের পাশাপাশি নিজ দলের অভ্যন্তরের গণতন্ত্র, সুশাসন ও শুদ্ধাচার চর্চা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কারের অঙ্গীকার করতে হবে; যার মধ্যে থাকবে

- রাজনৈতিক দলের সকল প্রকার গৃহীত অনুদান, আয়-ব্যয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা
- দলসমূহের অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চা ও সুশাসন সমুন্নত রেখে দলের সকল পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে দলের নেতৃত্ব বাছাই/কমিটি গঠন করা
- দলের সকল পর্যায়ের কার্যক্রমে দুবৃত্তায়িত রাজনৈতিক চর্চা (দলীয় পদ ও নির্বাচনে মনোনয়ন পেতে আর্থিক ক্ষমতা ও পেশীশক্তির প্রয়োগ) বন্ধ করা
- রাজনীতি ও জনপ্রতিনিধিত্বে ক্রমবর্ধমান ব্যবসায়িক আধিপত্য এবং ব্যবসায়িক ও আর্থিক প্রভাব প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- দুর্নীতি ও অনিয়মের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে রাজনৈতিক দলের কোনো পদে না রাখা ও নির্বাচনের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন না দেওয়া

২০. দলের কমিটি গঠন ও নির্বাচনের প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জনবৈচিত্র্য যেমন– তরুণ প্রজন্ম, নারী, আদিবাসী ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং বিভিন্ন পেশজীবী গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা; বিশেষত জাতীয় নির্বাচনে ন্যূনতম এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্যকে মনোনয়ন প্রদান করা

২১. 'জিরো-সাম-পলিটিকস' এর চর্চা থেকে সরে এসে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা, সহযোগিতা, সহনশীলতা, সুস্থ প্রতিযোগিতাভিত্তিক রাজনৈতিক চর্চার অঙ্গীকার করা

২২. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের এবং সকল পেশাজীবী সংগঠন বিশেষত চিকিৎসক, আইনজীবী, গণমাধ্যম কর্মীসহ অন্যান্য পেশাজীবীদের দলীয় লেজুরবৃত্তিক রাজনীতি বন্ধের অঙ্গীকার করা

স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, জনবান্ধব উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের অঙ্গীকার

২৩. রাজনৈতিক দলসমূহ কর্তৃক তাদের ইশতেহারে স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, জনবান্ধব, দুর্নীতি ও বৈষম্যমুক্ত, এবং সাম্য ও ন্যায়বিচারভিত্তিক উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের অঙ্গীকার করা

২৪. সকল প্রকার সরকারি ক্রয়, উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে "ভ্যালু ফর মানি" অর্জনে অন্তরায় ও অনিয়ম-দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি করে এমন আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত ও সংস্কার করা

২৫. 'পাবলিক মানি' বা রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যবহারে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা

২৬. অভ্যন্তরীণ সম্পদ বা রাজস্ব আহরণে দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করা

২৭. দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও শিক্ষিত তরুনদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা

সম-অধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত অঙ্গীকার

২৮. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুফল সকলের নিকট বিশেষ করে দরিদ্র, প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কাছে পৌছানো এবং আয় ও সম্পদের বৈষম্য দূর করার জন্য সুনির্দিষ্ট, বাস্তবায়নযোগ্য ও সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা

২৯. আদিবাসীদের পৃথক পৃথক জাতিস্বত্ত্বা এবং দলিতদের পরিচয়ের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান এবং আদিবাসী বিষয়ক আইএলও কনভেনশন ১৬৯ অনুস্বাক্ষর করাসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সনদসমূহের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা

৩০. বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও পেশাভিত্তিক জনগোষ্ঠীর পরিচয় ও স্বকীয়তা বজায় রেখে মৌলিক অধিকার নিশ্চিতে এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে পারস্পরিক শ্রদ্ধাশীলতা, সহমর্মীতা ও সহযোগিতার সংস্কৃতি ও পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র ডাইভারসিটি (বৈচিত্র্য) কমিশন গঠন করা

৩১. আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠীর অধিকার ও অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি কোনো বিশেষায়িত মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা

৩২. সমতলের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যার সমাধানের জন্য একটি পৃথক ভূমি কমিশন গঠন করা

৩৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের পথরেখা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা

৩৪. সরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিতে বাধা দূর এবং অর্ন্তভুক্তিমূলক ও জবাবদিহিমূলক সেবা নিশ্চিত করতে বৈষম্য বিরোধী আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা

৩৫. চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশ, বৈচিত্র্যপূর্ণ লোকায়ত সংস্কৃতি চর্চা, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ, ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা ইত্যাদি ভূলুণ্ঠিত হয়, এমন কার্যক্রম থেকে বিরত থাকা

সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কিত অঙ্গীকার

৩৬. আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা ও বরাদ্দ বৃদ্ধি করা এবং এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা

৩৭. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতার মধ্যে পড়ে না এমন কর্মসূচি বাদ দিয়ে প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র, দলিত, আদিবাসী, শহুরে ভাসমান দরিদ্র ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রাসঙ্গিক কর্মসূচি গ্রহণ করা; দুর্নীতি ও বৈষম্যমুক্ত স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রক্রিয়ায় এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা

৩৮. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বা উপকারভোগীদের নির্বাচনী ভোট ব্যাংক হিসেবে বিবেচনা না করার অঙ্গীকার করা

শিক্ষা খাত সংস্কারের অঙ্গীকার

৩৯. মানসম্মত, যুগোপযোগী, সর্বজনীন ও সমতাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ার অঙ্গিকার করতে-

- শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও হালনাগাদ করা, শিক্ষা পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা ইত্যাদি কাজের জন্য একটি স্থায়ী ও স্বাধীন শিক্ষা কমিশন গঠন করা
- একমুখী, যুগোপযোগী, আধুনিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা
- ইউনেস্কো ঘোষণার অনুসমর্থনকারী দেশ হিসেবে শিক্ষাখাতে টেকসই উন্নয়নের জন্য জাতীয় বাজেটের ১৫-২০ শতাংশ বা জিডিপি'র ৪-৬ শতাংশ বরাদ্দ করা
- শিক্ষাখাতে বিদ্যমান সমস্যা, সমন্বয়হীনতা, অনিয়ম-দুর্নীতিসহ সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা ও সংস্কারমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা
- শিক্ষা খাতসংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে শিক্ষাক্রম নিবিড় পর্যালোচনাসাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ও বাস্তবসম্মত সংস্কার করা; শিক্ষাক্রম/পাঠ্যপুস্তককে দলীয় রাজনীতি, ধর্ম ও গোষ্ঠীর প্রভাবমুক্ত রাখা
- বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় অভিন্ন আইন প্রণয়ন করা এবং সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা;
- সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের দলীয় লেজুরবৃত্তিক রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করার চর্চা বন্ধে উদ্যোগ গ্রহণ করা
- সকল পর্যায়ের শিক্ষকদের জীবনযাত্রার ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বেতন কাঠামো নির্ধারণ করার জন্য একটি স্বতন্ত্র ও স্থায়ী পে কমিশন গঠন করা
- চা শ্রমিক, দলিত ও আদিবাসীসহ সকল প্রান্তিক, সুবিধাবঞ্চিত, দুর্গম ও দূর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার শিশুদের শিক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে সকল বৈষম্য দূর করা

স্বাস্থ্য খাত সংস্কারের অঙ্গীকার

৪০. স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের মৌলিক অধিকার হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে স্বাস্থ্য খাতের সংস্কারের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে দুর্নীতিমুক্ত, জবাবদিহি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সকলের জন্য গুণগত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের পাশাপাশি নিম্নোক্ত অঙ্গীকার করতে হবে-

- স্বাস্থ্যখাতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/গোষ্ঠী/সংগঠনের প্রভাবমুক্ত থেকে সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি সংস্কার করা
- স্বাস্থ্যখাতের সকল ধরনের ক্রয়, প্রকল্প বাস্তবায়ন, নিয়োগ, পদায়ন ও বদলি ইত্যাদি কার্যক্রমে সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি ও সিন্ডিকেট চিহ্নিত করা এবং অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দকৃত অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা

কৃষিখাত সম্পর্কিত অঙ্গীকার

৪১. কৃষিখাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ এবং কৃষকদের স্বার্থ সুরক্ষায় নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের অঙ্গীকার করতে হবে-

- সকল প্রকার কৃষিভর্তুকির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা
- ন্যায্য মূল্যে কৃষি উপকরণ (বীজ, সার, কীটনাশক, সেচ) সরবরাহ করা
- কার্যকর বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলা
- সরাসরি কৃষকের নিকট থেকে কৃষিপণ্য ক্রয় করা
- সমবায়ভিত্তিক উৎপাদন ও বিপণণ ব্যবস্থা জোরদার করতে প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা বৃদ্ধি করা
- কৃষিপণ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা
- স্বল্পসূদে ও হয়রানিমুক্ত উপায়ে কৃষিঋণের ব্যবস্থা করা

বেসরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতে সুশাসন সংক্রান্ত অঙ্গীকার

৪২. ব্যবসায়িক ও ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতের একাংশ কর্তৃক নীতি করায়ত্ত, যোগসাজশ ও সিন্ডিকেটের মাধ্যমে অনিয়ম-দুর্নীতি, লুটপাট ও অর্থপাচার রোধে, এবং জবাবদিহিমূলক টেকসই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে, ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যবসা খাতে শুদ্ধাচার চর্চার কৌশল (ইঁংরহবংং ওহঃবমৎরঃু ঝঃৎধঃবমু) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পথরেখা নির্ধারণ করা

৪৩. অনিয়ম-দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক বেসরকারি খাতের সেবা বিশেষত বেসরকারি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, টেলিকমিউনিকেশন, মোবাইল আর্থিক সেবা নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি ব্যবস্থায় আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার করা

৪৪. যাত্রীবান্ধব ও নিরাপদ পরিবহন সেবা নিশ্চিত করতে মালিক-শ্রমিক সমিতি, রাজনৈতিক প্রভাবশালী গোষ্ঠী, চাঁদাবাজ সিন্ডিকেট এবং ব্যক্তিগত পরিবহন ব্যবসায় বিদ্যমান সকল ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি চিহ্নিত করা এবং তা বন্ধ করতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা

৪৫. নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর ওপর সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণ বন্ধ করা ও দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখতে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে একটি দক্ষ প্রতিযোগিতামূল বাজার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা

ব্যাংক ও আর্থিক খাত সংস্কার

৪৬. ব্যাংক খাত সংস্কারের জন্য–

- ব্যাংক খাতসংশ্লিষ্ট নিরপেক্ষ, স্বনামধন্য, স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত, স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম এমন দক্ষ বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন ব্যাংক কমিশন গঠন করা
- ব্যাংক খাত, বিশেষত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ক্ষেত্রে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ বিলুপ্ত করা
- ঋণ জালিয়াতি, ব্যাংক খাতের সকল প্রকার প্রতারণা এবং অনিয়ম-দুর্নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তি, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের কর্মকর্তা ও পরিচালকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা
- ব্যাংক ও আর্থিক খাতকে গোষ্ঠী ও পরিবারতন্ত্র থেকে মুক্ত করা; বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনায় রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অপসারণ করা এবং এ জাতীয় চর্চা বন্ধ করা

৪৭. বিগত সময়ে সংঘটিত পুঁজিবাজারের অনিয়ম-দুর্নীতির তদন্ত ও দুর্নীতিতে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা; পুঁজিবাজারকে সিন্ডিকেট ও দুর্নীতিমুক্ত করে স্বাধীন, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক নিয়ন্ত্রণ কাঠামো তৈরি করা

বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাত সম্পর্কিত অঙ্গীকার

৪৮. রাজনৈতিক দলসমূহকে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বন্ধ করা এবং জ্বালানি মিশ্রণে নবানয়নযোগ্য জ্বালানির পরিমাণ বৃদ্ধির অঙ্গীকার করতে হবে; যার মধ্যে থাকবে-

- বিদ্যমান জ্বালানি মহাপরিকল্পনা 'ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার মাস্টার প্ল্যান (আইইপিএমপি ২০২৩)' বাতিল করা এবং কৌশলগতভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে গুরুত্ব প্রদান করে নতুন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা
- ২০৫০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তরসহ 'নেট-জিরো' লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জ্বালানি খাতে নীতি করায়ত্ত বন্ধ এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রতিরোধসহ এখাত সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠন করা
- আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়ন ও নবায়নযোগ্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভর প্রকল্পে অর্থায়ন ও এর ব্যবহার ক্রমান্বয়ে কমানোর জন্য সময়াবদ্ধ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা
- নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তর-সংক্রান্ত কার্যক্রমে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা)– কে একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা প্রদানসহ এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা

পরিবেশ, জলবায়ু ঝুঁকি, ন্যায়সঙ্গত জলবায়ু কার্যক্রম ও জলবায়ু তহবিল সুশাসন সংক্রান্ত অঙ্গীকার

৪৯. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের প্রাপ্য অর্থ ঋণ, বীমা বা অনুদান নয় বরং ক্ষতিপুরণ হিসেবে প্রদানের দাবি জোরদার করা

৫০. বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের প্রত্যাশা পূরণ করার জন্য এই ফান্ডের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আর্থিক ও কারিগরী সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা

৫১. অর্থের অপচয় ও অনিয়ম দুর্নীতি প্রতিরোধে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডসহ অন্যান্য জলবায়ু তহবিলের ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা

৫২. পরিবেশ-সংবেদনশীল এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চল ও প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর এবং পরিবেশ দূষণকারী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ না করা

--------------- ---------------------- ----------------------------